হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

তারে বলে দিও

সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'তোমাকে খুঁজি...' শিরোনামে লেখাটি পড়লাম। আমি বিয়ের কথা ভাবছি বলেই এ লেখা। বিয়ে তো এতো সহজ নয়। সারা জীবনের ব্যাপার। এছাড়া রয়েছে বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়। মানসিক ব্যাপারটা তো রয়েছেই। ভ্রমণ, পাহাড়, সাগর, কবিতা দিয়ে যেমন কোনো ছেলে চেনা যায় না, তেমনি সুহাসিনী ও সুনয়নী দিয়েও কোনো মেয়ে চেনা যায় না। একটা মানুষকে জানতে হলে তার অনেক কিছু জানতে হয়।

আপনি এখন কোন বিয়ের কথা ভাবছেন? যে শিক্ষিত, নম্র, ভদ্র স্ত্রী থাকার পরও বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে যার শারীরিক সম্পর্ক থাকে, সেই বিয়ে? নাকি একজন আদর্শ মানুষ ও নাগরিক হয়ে বউ পিটুনি ও নির্যাতনেই সুখ পাওয়া মানুষ সেই বিয়ে? নাকি অতি আন্তরিকতার সঙ্গে বিয়ে করার পরের দিন ফ্রিজ, কালার টিভি ও ফার্নিচারের জন্য পরিবারের সবার নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় অথবা মেরে ফেলা হয়, এ বিয়ে? আমি সেই বিয়ের কথা ভাবছি, যার মধ্যে কোনো তথাকথিত শিক্ষা থাকবে না। সে হবে শিক্ষিত, নম্র, ভদ্র, আদর্শ, নৈতিক চরিত্রবান, উদার, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, অর্থ নয়, আর্থিক সচ্ছলতা, স্ত্রীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। বোঝার মতো মনমানসিকতা, কখনই ঝগড়া করবে না, কারো সামনে স্ত্রীকে ছোট করবে না। ভালোলাগে– গান, কবিতা, গল্পের বই, ফুল, পাখি, ঝর্না, শিশু। ভালোলাগে আকাশের উদারতা নীল। আমি সেই বিয়ের কথা ভাবছি– যে সংসারের,পরিবারের সবাই মেয়েটিকে আপন করে নেবে। কখনোই পর ভাববে না। মেয়েটিও আন্তরিকভাবে সবাইকে গ্রহণ করবে। নিজের মনে করতে হবে পরিবারটিকে।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণে পড়ছি। আপনার লেখা পড়ে মনে হলো আপনি একটু জটিল ও কঠিন মানুষ। জানি না হয়তো এ ধারণা ভুল হতে পারে। যা হোক, আমি আমার কথা বললাম। এখন আমার মতো রুক্ষ মেয়ের কথার সঙ্গে যদি মিলে যায় তাহলে লিখতে পারেন।

সমাজকল্যাণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ চিঠি

একা, আমি বড় একা। হঠাৎ করে নিজের অজান্তে চোখের কোণে জল এসে যায়। হৃদয়ের গভীর অরণ্যের মাঝে ওঠে কালবৈশাখী ঝড়। আর সেই ঝড়ে আমি আহত পাখির মতো ছটফট করতে থাকি। জীবনের কাছে আজ আমি পরাজিত। তোমার কাছ থেকে এখন আমি অনেক দূরে। আকাশ ছোঁয়া চার দেয়ালের মাঝে বন্দী। তোমার ভালোবাসা না পাওয়ায় আমার স্বপ্নের পৃথিবীতে আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত। তবুও তোমার ভালোবাসা পাবার আশায় এখন কাটে আমার নিদ্রাহীন রজনী। তোমাকে না পাবার যন্ত্রণা আমাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়ায়। সে যে কি কষ্ট তা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। আমার হৃদয়ের কষ্ট দেখে রাতের জ্বলে ওঠা তারারাও কাঁদে। শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি তোমার হৃদয়। কাউকে ভালোবাসার মতো মন বিধাতা তোমার মধ্যে দেননি। তাই বন্দী কারাগার থেকে হৃদয় জানালার মাধ্যমে তোমার প্রতি আমার শেষ আবেদন– যেদিন নিভে যাবে মোর প্রদীপ শিখা, শম্পা তুমি এসো সেই দিন– মোর সমাধিতে ফুল নিয়ে নয়, 'দু' ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়ে।

মোঃ মাজেদুল ইসলাম, ফরিদপুর, বায়তুল আমান

তুমি কোথায়...

বিষণ্নতার ছায়া কিছুতেই হৃদয় থেকে সরে না। মাঝে মাঝে নিস্তেজ ও শূন্যতা অনুভব করতে করতে ভোরের আলো থেকে অন্ধকার এসে যায় সূর্যাস্তের। মনে হয় এ অন্ধকারে ডুবে গেল আমার সারা অস্তিত্ব। ফুলের কলি থেকে একটি ফুটন্ত ফুল পাওয়া যায় যেভাবে, বন্ধু থেকে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয় সেভাবে। বন্ধুত্বের সন্ধানে হাত বাড়াবো বলে জীবনের ২১টি বছর পার হয়ে এখনো কলাভবনের সবুজ চত্বরে দাঁড়িয়ে আছি– তুমি কোথায়? কালের আবর্তে, বাস্তবতার নিরিখে জীবন কখনো কখনো কোনো এক বট বৃক্ষের ছায়ায় অবসন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন শুধু প্রয়োজন হয়, অনুভব হয়, কেউ যদি এসে বলতো– তুমি ওঠ, সামনে অগ্রসর হও, আমি হবো তোমার অবসন্নের সাথী ও সঙ্গী। এই একটি কথা, এই একটি বাণী শুনবো বলে অধীর আগ্রহে আমি এক দিগন্তের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। গভীর আগ্রহ ও প্রতারণাহীন একটি ফুটন্ত গোলাপ লিখতে পারেন সরলমনা এই অন্তরটিকে।

এস আলম, ১৭৮/ এসএম হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খুঁজে ফিরি যারে

ভালোবাসা কিংবা প্রেম করার জন্য সুন্দর চেহারার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু সুন্দর, স্বচ্ছ, প্রাণোচ্ছল, নির্ভেজাল ও পবিত্র একটি মন। যে মনের সন্ধান পেলে জীবন হয়ে ওঠে সার্থক ও পরিপূর্ণ। স্বার্থের এই কঠিন পৃথিবীতে আসল প্রেমের সাক্ষাৎ লাভ জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। প্রেম-পবিত্র– তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু খাঁটি মনের আদান-প্রদান করতে কতজন সক্ষম! স্রষ্টার তৈরি মায়াবী পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য ঘেরা পাহাড়ে ঝরনা ঝরে, বাগানে ফুল ফোটে, নদী বয়ে চলে আপন গতিতে আমার সোনার বাংলাদেশে। ঐ নদী খু-উ-ব সুখী, কারণ তার হৃদয় জুড়ে ঢেউয়ের প্রেম-প্রীতি ও আদর-ভালোবাসায় বয়ে চলে দূর অজানায়, মিশে যায় সাগরের মোহনায়। আমারও স্বপ্নসাধ ছিল ভালোবাসার অদৃশ্য হাতছানিতে নিজেকে বিলিয়ে দেব। ভালোবাসার বৃষ্টিতে ভিজে সিক্ত হবো আমি, দূর হবে একাকিত্বের দুর্বিষহ জীবন। কিন্তু তার আগেই প্রবাসে পাড়ি জমালাম। এয়ারকুলারের শীতল হাওয়া, ভিসিডি দেখা আর ভালো লাগে না। তখন থেকেই আমার প্রিয় 'সাপ্তাহিক ২০০০'-এর প্রেমে জড়িয়েছি। আমার প্রিয় পত্রিকার মতো যে হবে সর্বগুণে গুণান্বিত, এমন কারো সন্ধান পেলে ইচ্ছে আছে ভালোবাসার স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করার।

শাহীন চৌধুরী
P.O. Box : 22044, Safat 13081, Kuwait